'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২০ তম বর্ষ, ১১১ সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০১৮

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ ও অবলা বসু : পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন

ড. তারাপদ বেরা

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী অবলা বসু। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশালে তাঁর জন্ম ১৮৬৫ সালে। বাবা দূর্গামোহন দাস ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী। কলিকাতা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর ১৮৮১ সালে মহিলাদের তৃতীয় দল হিসেবে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন বেথুন কলেজে। সেই সময় মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার নিয়ম ছিল না। তাই মেধাবী অবলা বসু কলকাতায় ডাক্তারি না পড়ে তৎকালীন বাংলা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কুড়ি টাকা বৃত্তি নিয়ে মাদ্রাজে কিছুদিন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৫-৮৬ এই দুই বছর তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেন। যদিও তিনি এই চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ সম্পূর্ণ করেননি তবুও দু-বছরের একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৮৮৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে অবলা বসু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন তাঁরা চন্দননগরে বসবাস করেন। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়, তবে সে সন্তান মারা যায়। পরবর্তীকালে তাঁদের আর কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। ভাগ্নে অরবিন্দমোহন বসুকে সন্তান-স্নেহে এঁরা প্রতিপালন করেছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীকে কন্যা স্নেহে ভালোবাসতেন অবলা বসু। এক সময় জগদীশচন্দ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পালিত সন্তানের পুত্রবধূরূপে মীরাদেবীকে। যদিও সে ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় নি। তবে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ভ্রমণ করেছেন বহুবার।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানী সমাজে জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিভার পরিচয় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় গর্ব অনুভব করে বিজ্ঞানীর বাড়িতে যান অভিনন্দনজ্ঞাপন করতে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বাড়িতে না থাকায় কবিকে সেদিন ফিরে আসতে হয়। কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। এর কিছুদিন পর শ্রাবণ ১৩০৪ 'জগদীশচন্দ্র বসু' শিরোণামে একটি কবিতা লেখেন—